দামুড়হুদায় মিটারের রিডিং ইউনিট বেশি লেখায় রোসানলে পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী

দামুড়হুদার বাজার পাড়ায় পল্লী বিদ্যুৎ এর রিডিং ২০ ইউনিট বেশি লেখায় জনগণের রসানলে পড়ে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার। স্থানীয় জনগণ তাকে পুলিশে দেন। পরে দামুড়হুদা পল্লী বিদ্যুৎ এর ইনচার্জ এর জিম্মায় ছেড়ে দেন পুলিশ।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা সদরে হেলাল উদ্দীনের ছেলে মনজুরুল কাদের যার মিটার নাম্বার (৯০৭/২৮০৪) প্রকৃতপক্ষে তার বিগত ৩৫৫ ইউনিট ছিল বর্তমান ৩৮৫ ইউনিট আছে। তার বিল হবে পূর্বের তুলনায় বেশি হবে ৩০ ইউনিট। ৩০ ইউনিট বিল না লিখে পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকার পূর্বের ৩৫৫ ইউনিট থেকে ৪০৫ ইউনিট দেখিয়ে ৫০ ইউনিট’র বিল লিখেছে। তখন বাড়ির মালিক মঞ্জুরুল কাদির বিল যাচাই করে দেখেন ২০ ইউনিট বেশি বিল লিখেছে।

এদিকে একই পাড়ার হুরু মন্ডলের ছেলেদের দীনু মন্ডল যার মিটার নাম্বার ৮৬৫/২৬১০ মিটারটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পরও প্রতিমাসে বিল আসছে। এতে করে মোট বিল এসছে ২১৫৮ টাকা। এই ঘটনায় পল্লী বিদ্যুতের মিটার রিডার কাম আশীষ কুমার সরকারকে আটকে পুলিশে দেয় স্থানীয় জনগণ। এই ধরনের ঘটনা অনেকের সাথে ঘটেছে বলে স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কর্তৃপক্ষর সুদৃষ্টি কামনা করেছেন এলাকাবাসী।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মনজুরুল কাদিরসহ এলাকাবাসিরা বলেন, আমাদের প্রতিনিয়ত বেশি বিল লিখে আমাদের সাথে প্রতারণা করা হচ্ছে। কেন এই প্রতারণা করা হচ্ছে তার সঠিক বিচার চাই। সেই সাথে এই ধরনের ঘটনা পুনরায় যদি ঘটে আমরা সাধারণ মানুষ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবো। তাই গ্রাহকদের বিষয় বিবেচনা করে সতর্কতার সাথে বিল তৈরি করতে হবে এবং সাধারণ গ্রাহকরা যাতে হয়রানির স্বীকার না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করার আহ্বান জানান তারা।

কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

উপজেলার হসপিটাল রোড সংলগ্ন বিসিআইসি ডিলার মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজকে ৩০ হাজার টাকা ও তরুণ মোড় সংলগ্ন বিসিআইসি সাব-ডিলার মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বাজারে ডিলাররা এমওপি সারের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও খুচরা বিক্রেতারা দাম বেশি রাখছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে উপরোক্ত এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে ভোক্তা অধিকার ও সংরক্ষণ আইনে যৌথভাবে ৩৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

আদালত সূত্রে জানা যায় মেসার্স গাফফার এন্টারপ্রাইজ এমওপি ও টিএসপি সারের দাম সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে বিক্রি করেছে এছাড়াও মেসার্স ইসলাম এন্টারপ্রাইজও বেশি দামে সার বিক্রি করেছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) মোঃ শাহীদুল ইসলাম যৌথভাবে আদালত পরিচালনা করেন।

এ বিষয়ে কুমারখালী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বিতান কুমার মন্ডল বলেন, সারের দাম বেশি রাখায় দুই ডিলারকে জরিমানাসহ কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কৃষকদের স্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে। এ সময় তিনি জনসাধারণের কাছে অনিয়মের তথ্য চেয়ে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

দামুড়হুদায় সার বেশি দামে বিক্রি করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। শনিবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কুড়ুলগাছি বাজরের কাউন্সিল মোড়ে অবস্থিত মেসার্স রফিক ট্রেডার্সে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্যে কীটনাশক ও সার বিক্রি করায় এক ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শুক্রবার দুপুরে উপজেলার ঘোড়ামারা বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল জব্বার।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত

দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়াও ভেজাল ও নকল কীটনাশক বিক্রি করার অভিযোগে ঘোড়ামারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়।

ভোড়ামারা বাজারে সুমি ট্রেডার্সের মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।তদারকিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা

কুষ্টিয়ায় সারের দাম বেশি নেওয়ায় ব্যবসায়ীর জরিমানা

কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় কৃষকদের কাছ থেকে রাসায়নিক সারের দাম বেশি নেওয়ায় এক ব্যবসায়ীকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার আইলচারার বাজারে এই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কুষ্টিয়া জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

এসময় তিনি জানান, বেশ কিছুদিন ধরে রাসায়নিক সার সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে বিক্রি করে আসছিলেন।

এমন অভিযোগের ভিত্তিতে আইলচারা বাজারে অভিযান চালিয়ে এর সত্যতা পাওয়া যায়। আইলচারা বাজারে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজে গিয়ে দেখা যায় ইউরিয়া সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ২৬ টাকা, এমওপি সার প্রতি কেজি ১৫ টাকার পরিবর্তে ৩০ টাকা, ডিএপি সার প্রতি কেজি ১৬ টাকার পরিবর্তে ১৮ টাকা, টিএসপি সার প্রতি কেজি ২২ টাকার পরিবর্তে ৩৫ টাকা মূল্যে বিক্রয় করছেন।

সরকার নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা অধিক মূল্যে সার বিক্রয়ের অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে মেসার্স আর এস এন্টারপ্রাইজের মালিক মোঃ সাইদুল ইসলামকে ৪৫ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তদারকিতে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেছেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলা কৃষি অফিসার সৌতম কুমার শীল, কুষ্টিয়া জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর (ভারপ্রাপ্ত) সুলতানা রেবেকা নাসরীনসহ আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কার্পাসডাঙ্গায় বেশি দামে বিক্রি সার করায় জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করার অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত হয়েছে।

ভ্রাম্যমাণ আদালতটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম। মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে তিনি এ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

এসময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রিজ মোড়ে অবস্থিত মেসার্স হাসিবুর ট্রেডার্সের মালিক হাসিবুর রহমান হাসিব ভোক্তা পর্যায়ে বেশি দামে সার বিক্রি করছে এমন অভিযোগের ভিত্তিতে সার ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৬ এর ১২ ধারা মোতাবেক দোষী প্রমাণিত হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস ও দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের একটি চৌকশ দল।

এসময় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সানজিদা বেগম বলেন, কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট দেখিয়ে সারের দাম বেশি না নিতে পারে, সে বিষয়ে তদারকি ও ভ্রাম্যমাণ আদালত জোরদার করা হবে।